গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা | ৮ - ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আমাদের দুটি তরবারি লেনিন ও স্ট্যালিন

মাও সে তুঙ

চিন বিপ্লবের রূপকার মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক মহান মাও সে তুঙের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর একটি ভাষণের অংশবিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে প্রকাশ করা হল।

জন্ম - ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩
মৃত্যু - ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আমি মনে করি, আমাদের দুটি তরবারি— একটি লেনিন, অপরটি স্ট্যালিন। রুশরা এখন স্ট্যালিন তরবারিটি পরিত্যাগ করেছে।

আমরা চিনের মানুষরা, এই তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিইনি। প্রথমত, আমরা স্ট্যালিনকে রক্ষা করছি এবং দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে আমরা তাঁর ত্রুটিগুলির সমালোচনা করছি এবং 'সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ আমরা লিখেছি। কিছু মানুষ যেমন স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, আমরা তা করিনি, আমরা বাস্তব সত্য অনুযায়ী কাজ করছি।

লেনিন তরবারি সম্পর্কেও কি এ কথা সত্য নয় যে, কিছু সোভিয়েট নেতা এটিও কিছুটা পরিত্যাগ করেছেন? আমার মতে, লেনিন তরবারিও অনেকাংশেই পরিত্যক্ত হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের পথ কি আজও সঠিক? আজও কি তা বিশ্বের সকল দেশের সামনে দৃষ্টান্ত রূপে কাজ করতে পারে? সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্টারি পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব, যার অর্থ হচ্ছে, অক্টোবর বিপ্লব থেকে সকল দেশের আর শিখবার

দুয়ের পাতায় দেখুন

চন্দ্রাভিযানের সাফল্য আনন্দের, কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী আস্ফালন বিজ্ঞানবিরোধী

ভারতের মহাকাশযান 'চন্দ্রযান-৩' চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেছে। এই সাফল্যকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে কৌতূহল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। আবার একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপির পক্ষ থেকে বিচিত্র এক উগ্র দেশাত্মবোধে সুড়সুড়ি দেওয়ার অপচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা দরকার মহাকাশ-গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে এই সাফল্য কেন গুরুত্বপূর্ণ, আর ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব ঠিক কতটা।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসা, কৌতূহল রয়েছে মানবসমাজের ঊষালগ্ন থেকেই। মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের উৎস সেটাই। আর জানার মাধ্যম হল বিজ্ঞান। মানুষ তার চারপাশে যা দেখে তার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে তার মনে। সে তথ্য সংগ্রহ করে, তারপর তা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করে এ সব বস্তুর চরিত্র কী, এগুলো সৃষ্টি হল কী ভাবে। এর মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। যখন দেখা যায় একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে, তখন সে জানে এর মধ্যে সবকটি সত্য হতে পারে না। কারণ কোনও বিশেষ বিষয়ে সত্য একটাই। তখন প্রয়োজন হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোঝার যে কোন উত্তরগুলি ভুল। এই পদ্ধতিতে ভুল চিন্তাগুলিকে অপসারণ করেই সে সত্যে পৌঁছয়। এ ভাবেই সৃষ্টি হয় মানুষের যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার।

বহুদিন থেকেই মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সূর্য-গ্রহ-চাঁদ সংবলিত এই সৌরজগত। এ সব গ্রহ-উপগ্রহ কী দিয়ে গঠিত? তাদের সৃষ্টি হয়েছিল কী ভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে বিজ্ঞান কিছুটা অগ্রসর হলেও, যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হাতে আসছে, ততক্ষণ বহু প্রশ্নের উত্তরই অমীমাংসিত থেকে যায়। তাই প্রয়োজন চাঁদে, মঙ্গলে, শুক্রে অবতরণ করে এবং সূর্যের কাছাকাছি গিয়ে এসব জ্যোতিষ্কের গঠন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। বেশিরভাগ মহাকাশ অভিযানের উদ্দেশ্য সেটাই। চন্দ্রযানেরও।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে অভিযানের প্রযুক্তি তৈরি হয়েছিল অনেক দিন আগেই। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনও সফলভাবে করেছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। কিন্তু চাঁদের মাটিতে অবতরণ ব্যাপারটা একেবারেই অন্য রকম। পৃথিবী আর চাঁদের মাঝে একটি বিন্দু আছে যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ আর চাঁদের আকর্ষণ সমান হয়। অন্তত ততদূর পর্যন্ত পৌঁছনোর মতো

দুয়ের পাতায় দেখুন

জয়নগরে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী ভবন উদ্বোধন

দুই বিপ্লবীর জীবন-সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে তেজ ও সাহসের সাথে এগিয়ে আসুন ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

৩১ আগস্ট। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন এবং ১৯৯০ সালের মূল্যবৃদ্ধি ও পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক শহিদ দিবসে জয়নগরের বুকে অনুষ্ঠিত হল এক মহতী সমাবেশ। ওই দিন দলের দুই প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী এবং কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর নামাঙ্কিত 'শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী ভবন' উদ্বোধন হল। শচীন ব্যানার্জী ও সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে নির্মিত এই ভবনে ১১০০ আসনের অডিটোরিয়াম সহ ৩০০ আসনের সেমিনার হল ও লাইব্রেরির ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক ভাবে নির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

বিশালতার দিক থেকে এর থেকে অনেক বড় বড় সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেছে জয়নগর। কিন্তু এই সমাবেশ ঘিরে আবেগ, উচ্ছ্বলতা ছিল চোখে পড়ার মতো। অল্প সময়ে এই ভবন নির্মাণ সহজ ছিল না। দলের কর্মীরা যেমন এই ভবন নির্মাণে দিন-রাত এক করে পরিশ্রম করেছেন, তেমনই আর্থিক এবং কায়িক শ্রম দিয়ে ভবন নির্মাণ সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন স্থানীয় সর্বস্তরের মানুষ। সমাবেশে মায়েরা এসেছেন শিশুদের নিয়ে, ছাত্র-যুবকেরা আগ্রহের সাথে শুনেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য, বুঝে নিয়েছেন এ দেশের বুকে শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে এই মানুষগুলির মতো কষ্টকঠিন সংগ্রামই একমাত্র রাস্তা। প্রবীণ মানুষেরা কেউ অশক্ত দেহে এসেছেন অপেক্ষাকৃত নবীনদের কাঁধে ভর দিয়ে, কেউ এসেছেন লাঠি বা ক্রাচ নিয়ে এই দুই প্রবাদপ্রতিম মানুষের স্মৃতি জাগরূক রাখতে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

উদ্বোধনী সমাবেশের একাংশ। ৩১ আগস্ট

চন্দ্রাভিযান ঃ উগ্র জাতীয়তাবাদী আস্ফালন বিজ্ঞানবিরোধী

একের পাতার পর

জ্বালানি নিয়ে রকেটকে যেতে হয়। ওই বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখায় সটান চলে যাওয়া যায় না। পৃথিবীর চারদিকে কয়েকবার পাক খেয়ে গতি সংগ্রহ করে তবে চাঁদের দিকে পাড়ি দেয় মহাকাশযান। এই পুরো পথটিই গণনা করে আগে থেকে স্থির করতে হয়, যাতে জ্বালানি সবচেয়ে কম লাগে।

এ ভাবে চাঁদের কাছাকাছি না হয় পৌঁছনো গেল, চাঁদের চারিদিকে পাক খাওয়া, ছবি তোলাও না হয় হল, কিন্তু চাঁদের মাটিতে অবতরণ করা হবে কী ভাবে? সজোরে আছড়ে পড়লে চলবে না, কারণ তাতে যন্ত্রপাতি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। যে উদ্দেশ্যে যাওয়া— সেই তথ্যসংগ্রহই করা হবে না। তাই অবতরণ করতে হবে ধীরে। এটাই সবচেয়ে কঠিন, কারণ চাঁদের কাছাকাছি চলে যাওয়া কোনও মহাকাশযানকে পৃথিবী থেকে ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সে তখন চলছে বিপুল বেগে। ধরা যাক, চাঁদের দিকে মুখ করে গ্যাস বের করে দেওয়া হল। তাতে যানের গতি কিছুটা কমলো। কিন্তু কতটা? সেটা মেপে পরের পর্যায়ের রকেট চালু করা হবে। কিন্তু গতিবেগ মাপা হলেও রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সে সংবাদ পৃথিবীতে পৌঁছোতে লাগবে ১.৩ সেকেন্ড। সেখানে কম্পিউটারে গণনা করে পরের নির্দেশ পাঠালে তা চাঁদে পৌঁছোবে আরও ১.৩ সেকেন্ড পর। ততক্ষণে মহাকাশযান চাঁদে আছড়ে পড়তে পারে। তাই পুরো নিয়ন্ত্রণই করতে হয় স্বয়ংক্রিয় ভাবে। কোথাও কোনও ভুল হলে পৃথিবী থেকে সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই। তাই ধীরগতি অবতরণ প্রযুক্তির দিক থেকে এত কঠিন। ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ এইটা করতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং চাঁদে আছড়ে পড়ে। গত ছয় মাসের মধ্যে আরও দুটি মহাকাশযান— একটি রাশিয়ার, আর একটি জাপানের— ধীরগতি অবতরণের চেষ্টা করেও পারেনি। ভেঙে পড়েছে। তাই চন্দ্রযান-৩-এর এই সাফল্যের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রশংসা প্রাপ্য।

এর আগে মাত্র তিনটি দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চাঁদে ধীর-অবতরণ করতে পেরেছে— সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন। তবে এটা ঠিক, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা গত শতাব্দীর ষাটের দশকেই এ কাজে সফল হয়েছিলেন, যখন কম্পিউটার ছিল আজকের তুলনায় অনেক নিম্নমানের। তাদের মহাকাশযান লুনা-৯ ১৯৬৬ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসাও মোটামুটি সেই সময়েই তা পেরেছিল। অর্থাৎ প্রযুক্তিটি কঠিন হলেও নতুন নয়। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ্য যে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে এ কাজে একবারও সাফল্যলাভ করেনি সে দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

যারা সেদিন টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলেন তাঁদের চোখে পড়েছে, যে সব বিজ্ঞানী এই অভিযানে ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অনেকেই মহিলা। এটা একটা শুভ সংকেত। নারীরা যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পিছিয়ে নেই— এই বিষয়টিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই ঘটনা।

চন্দ্রযান-৩-এর এই সাফল্য থেকে বিজ্ঞান কী পাবে? যে যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে পেরেছে, তার পেটের মধ্যে ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় গাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহুরকম যন্ত্রপাতি। সেই গাড়িটি চাঁদের মাটিতে নেমে আশেপাশের নানা জায়গায় যাবে, ছবি তুলবে, পাথর ও ধূলিকণা সংগ্রহ করবে, সেগুলি পরীক্ষা করে জানাবে তার উপাদান কী কী। যা জানা যাবে, তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বিচার করবেন সৌরজগতের উদ্ভব ও চাঁদের সৃষ্টি নিয়ে যে তত্ত্বগুলি আছে তার মধ্যে কোনটি ঠিক কোনটি ভুল। জানার চেষ্টা করবেন চাঁদে জল আছে কি না। বাস্তবে এইজন্যই অবতরণ-স্থল হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি একটি অঞ্চলকে বাছা হয়েছিল, কারণ যদি জল থাকে তো এখানেই থাকার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অন্য কোনও দেশ এখনও পর্যন্ত এই অঞ্চলে অনুসন্ধান চালায়নি। ভবিষ্যত মহাকাশ অভিযানে স্পেস স্টেশন হিসেবে চাঁদকে ব্যবহার করার সমস্যা ও সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের দিক থেকেও ধীর-অবতরণের সাফল্যের গুরুত্ব অনেক।

কিন্তু এই অভিযানকে যে ‘ভারতীয় বিজ্ঞানের’ সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার যৌক্তিকতা কতখানি? বিজ্ঞান কোনও দেশের হয় না। বিজ্ঞান প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক, সমগ্র মানবজাতির প্রচেষ্টার ফসল। যে জ্ঞান ব্যবহার করে এই সাফল্য, তা সৃষ্টি করেছেন নানা দেশের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা আবার তা করেছেন অন্যান্য বিজ্ঞানীর সৃষ্ট জ্ঞান ব্যবহার করে। যে নিউটনের তত্ত্ব ব্যবহার করে রকেটের গতিপথ গণনা করা হয়, তিনি ইংল্যান্ডের। যে লাপলাসের গণিত ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বানানো হয়, তিনি ফ্রান্সের। রকেটে ব্যবহৃত তরল জ্বালানির রসায়ন যাঁরা উদ্ভাবন করেছেন, তাঁরাও ভারতের নন। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এইসব তত্ত্বের সফল প্রয়োগ করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানের নাম করে জাতীয়তাবাদী লম্ফ-ঝম্প অবশ্যই নিন্দনীয়। তেমনই নিন্দনীয় অবতরণস্থলকে ‘শিব-শক্তি’ নামকরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইসরো দপ্তরে গিয়ে স্বয়ং এই নামকরণের ঘোষণা করেছেন। যে কৃতিত্বে বিজ্ঞানের জয়, তাকে ধর্মভিত্তিক নামকরণের কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এটা ‘হিন্দু ভারতের জয়’ হিসেবে দেখানোর এবং তার মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে সুড়সুড়ি দেওয়ার একটা ঘৃণ্য প্রচেষ্টা।

মহাকাশে জ্যোতিষ্কদের এবং গ্রহ-উপগ্রহের পৃষ্ঠের নানা স্থানকে নামকরণ করার অধিকারী একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন। তাদের নামকরণের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি আছে। তার ৯ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে— কোনও রাজনৈতিক, সামরিক বা ধর্মীয় নামকরণ করা হবে না (১৯ শতকের পূর্বেকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া)। বোঝাই যাচ্ছে এই নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেই এই নামকরণ প্রস্তাব করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথের নানা ক্রিয়াকলাপ ও বক্তব্য মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবে। চন্দ্রযান-৩-এর উৎক্ষেপণের আগে এই প্রকল্পের সাফল্য কামনা করে তিনি তিরুপতির মন্দিরে পুজো দেন। চন্দ্রযান-২-এর উৎক্ষেপণের আগে তৎকালীন চেয়ারম্যান শ্রী শিবনও অনুরূপ পুজো দিয়েছিলেন। সেবার বিফল হয়েছিল। এ বার তা সফল হবার পরে এস সোমনাথ বিবৃতি দিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই নাকি বেদে ছিল।

মনে পড়ে যায়, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমের অনিলবরণ রায়ের বিখ্যাত বিতর্কের কথা, যেখানে ডঃ সাহা বহু পরিশ্রম করে বেদ পড়ে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনও তত্ত্বই বেদে নেই। তা সত্ত্বেও আজ সরকার পক্ষের নেতারা এবং তাদের বশংবদ বিজ্ঞানীরা একই কথা বলে চলেছেন।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের প্রত্যাশা, এইসব অবিজ্ঞান-সুলভ মনোবৃত্তি কাটিয়ে উঠে ভারতের বিজ্ঞানজগৎ আরও অনেক কৃতিত্ব অর্জন করবে। কিন্তু তা করতে ভারতের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে যখন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপির ৩ থেকে ৪ শতাংশ ব্যয় হয় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে, সেখানে ভারত ব্যয় করে মাত্র ০.৮ শতাংশ। যতক্ষণ না ভারতের শাসকশ্রেণি অনুরূপ পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে সম্মত হচ্ছে, ততক্ষণ মহাকাশ গবেষণার মতো একটা-দুটো ক্ষেত্রে সাফল্য বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের সার্বিক দৈন্যকে ঢাকতে পারবে না।

লেনিন ও স্ট্যালিন

একের পাতার পর

প্রয়োজন নেই। এমন ব্যাখ্যার দরজা একবার খুলে দেওয়া মানেই হচ্ছে সাধারণভাবে লেনিনবাদকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

লেনিনবাদের তত্ত্ব মার্কসবাদকে বিকশিত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা করেছে? প্রথম করেছে বিশ্ববীক্ষায় অর্থাৎ বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বে, এবং দ্বিতীয়ত বিপ্লবী তত্ত্ব ও কৌশলে, বিশেষত শ্রেণিসংগ্রাম, সর্বহারার একনায়কত্ব ও সর্বহারার রাজনৈতিক দলের প্রশ্নে। এবং তারপর রয়েছে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষাবলী। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের সূচনা থেকে গঠনের কাজও বিপ্লবের মধ্যেই চলেছিল এবং সেজন্য সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে লেনিন ৭ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যে সুযোগ মার্ক্স পাননি। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের এইসব মৌলিক নীতিগুলিই আমরা শিখে চলেছি। ...

আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ও আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে— উভয় বিপ্লবেই আমরা শ্রেণিসংগ্রাম শুরু করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করেছি এবং তার মধ্য দিয়েই জনগণকে শিক্ষিত করেছি। শ্রেণিসংগ্রাম কী ভাবে শুরু ও চালনা করতে হয়, তা আমরা অক্টোবর বিপ্লব থেকেই শিখেছি। অক্টোবর বিপ্লবের সময় শ্রেণিসংগ্রাম শুরু করার জন্য শহর ও গ্রামগুলিতে জনগণকে পুরোপুরি সংগঠিত করা হয়েছিল।

... আমাদের পক্ষ থেকে বলতে পারি, আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নে এবং অক্টোবর বিপ্লব থেকে শিক্ষাগ্রহণে অবিচল থাকব। মার্ক্স আমাদের জন্য বহু রচনা রেখে গিয়েছেন এবং লেনিনও তাই করেছেন। জনগণের উপর নির্ভর করা, মাস লাইন অনুসরণ করা এটাই আমরা তাঁদের কাছ থেকে শিখেছি। শ্রেণিসংগ্রাম শুরু করার ক্ষেত্রে জনগণের উপর নির্ভর না করলে, এবং জনগণ ও শত্রুর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করতে না পারলে, সেটা হবে মারাত্মক।

(অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় প্লেনারি অধিবেশনের ভাষণ থেকে)

ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে
তমলুকে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক শহরের কপালমোচন ব্রিজ দ্রুত নির্মাণ, ধারিন্দা, মানিকতলা ও তালপুকুরে রেলক্রসিংয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ, পায়রাটুঙি ও নাসা খাল সংস্কার, পায়রাটুঙি এলাকায় সেচ বাংলোর সামনে রাস্তার পূর্ণ সংস্কার সহ নানা দাবিতে ২৯ আগস্ট মহকুমাশাসক দফতরে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে শহরের হাসপাতাল মোড় থেকে একটি মিছিল হয়।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দলের তমলুক লোকাল কমিটির সম্পাদক জ্ঞানানন্দ রায়, জেলা কমিটির সদস্য শীলা দাস, শম্ভু মান্না, তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য সতীশ সাউ, অসীমা পাহাড়ি, শ্রাবন্তী মাজী প্রমুখ।

‘বন্ধু’রা খেয়েই চলেছেন ‘চৌকিদার’ নির্বিকার

একসময় বলেছিলেন, ‘না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা’। ইদানিংকালে এই শব্দবন্ধটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে আর শোনা না গেলেও লালকেল্লার প্রাচীরে হোক, কিংবা সংসদে তাঁর অতিবিরল বক্তৃতাতেই হোক— অন্য দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁকে খুব সরব হতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ একচেটিয়া মালিকদের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে, তাঁর একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যাঙ্কের টাকা মেরে বিদেশে পালালে তখন প্রধানমন্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া দেশবাসী কখনও দেখেনি। অতি সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠী এবং বেদান্ত গোষ্ঠীকে জড়িয়ে আবার নতুন করে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের মানুষের প্রশ্ন— নরেন্দ্র মোদিজি কি জেগে আছেন? গত লোকসভা ভোটের পর হিমালয়ের গুহায় তাঁর যে ধ্যানমগ্ন ছবি সংবাদমাধ্যমে ছড়ানো হয়েছিল, সেখান থেকে কি তিনি উঠেছেন? না হলে শেয়ার জালিয়াতিতে দেশের সাধারণ লগ্নিকারীদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখেও তাঁর মুখে টুঁ শব্দটি নেই কেন? অবশ্য দেশবাসী এও জানে নিজের ঢাক পেটানোর কাজে প্রধানমন্ত্রী সর্বক্ষণ ব্যস্ত, তিনি টুইটারে (বর্তমনে এক্স হ্যান্ডেল) সর্বক্ষণ কিছু বলে চলেন, সুযোগ পেলেই দেড় দু’ঘন্টার বক্তৃতা দিয়ে দেন, অন্য দেশের পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতেও তাঁর ক্লান্তি নেই। শুধু বিপাকে পড়লে মৌনী সাজেন তিনি!

এর আগে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে আদানিদের বিরুদ্ধে শেয়ার দর নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ উঠলে বিরোধীরা দাবি করেছিলেন যৌথ সংসদীয় তদন্ত কমিটি গড়ে তদন্ত হোক। কিন্তু মোদি সরকার তা মানেনি। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এবার আবার অভিযোগ উঠল আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। যে অভিযোগের অনেকটাই মিলে যাচ্ছে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের প্রধান সুরের সাথে।

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ওসিসিআরপি (অরগানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট) তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেআইনি অর্থ পাচার, শেয়ার দর বাড়ানোর জন্য জালিয়াতি ও বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ সামনে এনেছে। তারা বলেছে, আদানি গোষ্ঠী তাদের শেয়ার দর কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে রাখতে মরিশাসের দুটি ‘অস্বচ্ছ’ অর্থলগ্নি সংস্থার মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ঠীর অর্থই বাইরে পাচার করে আবার তা ঘুরপথে ভারতে ফিরিয়ে এনে তাকেই বিপুল নতুন লগ্নি হিসাবে দেখিয়েছে। অভিযোগ, এর জন্য ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি পাচার করা হয়েছে কর ফাঁকির স্বর্গরাজ্য বলে কুখ্যাত মরিশাসে। সেই অর্থই আবার ফিরে এসেছে আদানিদের শেয়ারে। আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির দাদা বিনোদ আদানির ঘনিষ্ঠ তাইওয়ানের চ্যাং চুং লিং এবং আরব আমিরশাহির নাসের আলি শাবন আহলির মাধ্যমে বছরের পর বছর এই লেনদেন চলছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১০ থেকেই মরিশাস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড এবং আরব আমিরশাহিতে আদানি গোষ্ঠীর অন্যতম ডিরেক্টর এই দুই ব্যক্তি নানা ভুয়ো সংস্থা খোলে। তাদের চারটি সংস্থা অন্য একটি লগ্নি তহবিলের মাধ্যমে ভারতের শেয়ার বাজারে আদানিদের হয়ে টাকা ঢালে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই আদানিদের শেয়ারের দাম ফুলেফেঁপে ওঠে।

অভিযোগ এই প্রথম উঠল না, ২০১৪ তেই আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘ইন্টারন্যাশনাল কনসর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম’-এর তদন্তের ভিত্তিতে প্রকাশিত ‘প্যান্ডোরা পেপারস’-এ অভিযোগ করা হয়েছিল ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের শেল কোম্পানি (ভুয়ো কোম্পানি) -র মাধ্যমে ভারতীয় ধনকুবের পুঁজিপতিরা বেআইনি লেনদেন চালিয়ে দেশে নিজেদের শেয়ার দর বাড়ানোর অনৈতিক পথ নিয়েছে। আদানি গোষ্ঠীরও নাম ছিল তাতে। নানা দেশের সরকারি দলিল ফাঁস হওয়ার জন্য খ্যাত ‘পানামা পেপার্স’ তদন্তেও এই অভিযোগ ছিল। ২০১৪তে ভারতের ডাইরেক্টর অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের পক্ষ থেকে শেয়ার মার্কেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবিকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেবি কিছুদিন পর জানিয়ে দেয় সব ঠিক আছে। প্রসঙ্গত, সেবির তৎকালীন চেয়ারম্যান ইউ কে সিনহা বর্তমানে আদানিগোষ্ঠীর অধিগৃহীত এনডি টিভির স্বাধীন ডিরেক্টর।

ওসিসিআরপি রিপোর্টে সামনে এসেছে আরও একটি অভিযোগ। ভারতীয় বহুজাতিক সংস্থা বেদান্ত গোষ্ঠীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই নিঃশব্দে এমনভাবে পরিবেশ আইন পরিবর্তন করে দিয়েছে যাতে অনৈতিকভাবে খনি থেকে বাড়তি খনিজ তোলা বা তেলের কূপ খননের জন্য জমি নিতে এলাকার মানুষের সাথে আলোচনার শর্ত শিথিল হয়ে যায়। এর ফলে রাজস্থানে স্থানীয় মানুষের আপত্তি সত্ত্বেও বেদান্ত গোষ্ঠী পরিচালিত কেয়ার্ন সংস্থা ৬টি নতুন তেলের কূপ খননের অনুমতি পেয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে এর জন্য বারবার বেদান্ত গোষ্ঠী বিজেপি মন্ত্রীদের কাছে দরবার করেছে। গোপনে আইন পাল্টে দিলেও অন্যান্য সংস্থার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অথচ বেদান্তের সব আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। অন্য দিকে বেদান্ত গোষ্ঠী বিজেপির তহবিলে স্বনামে সাড়ে ৪৩ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে, আর নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে নামহীন অনুদান ধরলে তা বিপুল।

এমন ঘটনা অবশ্য বর্তমান ভারতে খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিজেপির সাথে, বিশেষভাবে নরেন্দ্র মোদির সাথে আদানি গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সখ্যতার কথা বারবারই মানুষ দেখেছে। অস্ট্রেলিয়ায় খনি কেনার জন্য আদানি গোষ্ঠীর টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে নরেন্দ্র মোদির সফরের মাঝে স্টেটব্যাঙ্কের তৎকালীন চেয়ারম্যানকে সে দেশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঋণের নথিতে সই করতে বাধ্য করা, দেশে কয়লার কোনও অভাব না থাকা সত্ত্বেও দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে আদানিদের পরিচালিত বিদেশি খনি থেকে কয়লা নিতে বাধ্য করা, নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফরে সর্বদাই আদানি গোষ্ঠীর মাথাদের উপস্থিতি এবং তারপরেই সে দেশে আদানিদের ব্যবসার বড় চুক্তি এখন নিতান্তই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর গ্রিস সফরেও একই ঘটনা ঘটেছে। এর আগে রাফাল যুদ্ধবিমান চুক্তি নিয়ে ফ্রান্স সরকারের বরাত সরকারি কোম্পানি হ্যালের বদলে আম্বানিদের পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপির বদান্যতায় অবসরের পরেই সাংসদ পদ লাভ করা এক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির রায়ে বিজেপি সরকার এই কেলেঙ্কারি থেকে ছাড় পেয়ে গেছে। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট নিয়েও তদন্তে সেবি যে ‘কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি’ এ কথা প্রমাণেরই উদ্যোগ নিয়েছে তা তাদের আচরণেই অনেকটা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত এক্সপার্ট কমিটিও ভাসা ভাসা রিপোর্ট দিয়েছে। ফলে আম্বানি-আদানিদের মতো ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে এ দেশে সঠিক কোনও তদন্ত হবে এটা ভাবাই দুষ্কর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি এ সব জানেন না? তা ছাড়া, বিজেপির সর্বোচ্চ স্তরের তথা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া এই লাগামহীন দুর্নীতি চলতে পারে কি? স্বঘোষিত ‘ফকিরের’ ঝুলিতে আরও কী আছে তা তিনিই বলতে পারবেন।

বিজেপি আমলে দেশে মুষ্টিমেয় ধনকুবের গোষ্ঠীর লাগামহীন বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের দারিদ্র ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে তাদের আশীর্বাদধন্য হয়েই বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে বসেছে। সেই কারণে জনগণকে শোষণে ছিবড়ে করে দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা বাড়ানোর দায়িত্বই তারা নিষ্ঠাভরে পালন করে চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিজেপি দলটার চরম দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্র। রাজ্যে রাজ্যে মাফিয়া, নৃশংস খুনি, পুলিশ-আমলাদের দুর্নীতিগ্রস্ত চক্রই তাদের ভরসা। অতীতে আরএসএস-বিজেপির নেতারা হিন্দু ধর্মকে ভিত্তি করে অন্তত কিছু নীতির কথা মুখে হলেও বলতেন। এখন যেভাবে হোক গদি দখলের উদগ্র লালসায় তারা আর এসবের ধার ধারছে না। এই কাজে কর্পোরেট মালিকদের টাকা আর প্রচারের আশীর্বাদ পেতে হলে চক্ষুলজ্জার বালাই রাখলে চলেও না। বিজেপি সেটাই করছে। এ জন্যই বিজেপির তহবিলে শত শত কোটি টাকা ঢালে কর্পোরেট কোম্পানির মালিক ধনকুবেরেরা। ভারতে যে কোনও বুর্জোয়া দলের তুলনায় বিজেপির তহবিলে অকাতরে টাকা ঢালে পুঁজিমালিকরা। অবশ্য আজ যারাই সরকারি মসনদে বসছে তাদের সাথেই পুঁজিপতিদের এই লেনদেনের সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। তার জন্য দুর্নীতি, মালিকদের অন্যায় সুবিধা পাইয়ে দিতে আইনের শাসনের কোনও তোয়াক্কা না রাখাই আজ সরকারি দলের একমাত্র কর্তব্য। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম আজকের দিনের পুঁজিবাদী শাসনের এই চরিত্রকে আড়াল করতে বিজেপি-আম্বানি-আদানি স্যাঙাৎতন্ত্র বা ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের কথা বলে। যেন সৎ কোনও মন্ত্রী এলেই আর এমনটা ঘটতে পারবে না। বাস্তবটা একেবারেই তা নয়, আজকের দিনে পুঁজিবাদের চরিত্রটাই এমন যে, মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকের তাঁবেদারি না করে সরকার তথা রাষ্ট্র চলতেই পারে না। পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থেও অতীতে যেমন কিছুটা স্বচ্ছতা, সততা সরকারগুলো বজায় রাখত, আজ পুঁজিবাদের বাজারসংকট এমনই যে সৎভাবে অন্যকে এতটুকু প্রতিযোগিতার জমি ছাড়ার কথা একচেটিয়া মালিকরা ভাবতেই পারে না। সরকার যেহেতু তাদেরই দোসর তাই পুরো ব্যবস্থাটাই স্যাঙাৎতন্ত্রে পরিণত হয়। তাই বুর্জোয়া মসনদে ভেকধারী ফকিরই বসুন আর কৃচ্ছসাধনের সার্টিফিকেটধারী অন্য কেউ বসুন, এই দুর্নীতির চক্রই পুঁজিবাদী শাসনের ভবিতব্য।

রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড তপন ভৌমিকের জীবনাবসান

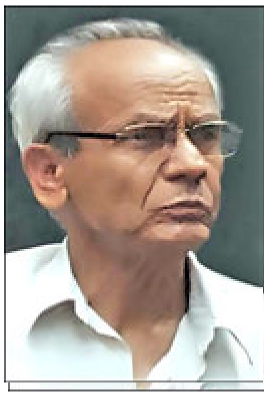

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য এবং জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, চা-শ্রমিক আন্দোলন ও ব্যাঙ্ক-কর্মচারী আন্দোলনের নেতা কমরেড তপন ভৌমিক ৪ সেপ্টেম্বর সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের রাজ্য অফিস সহ সকল জেলা ও আঞ্চলিক অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। রাজ্যের সর্বত্র কর্মী-সমর্থকরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

কমরেড তপন ভৌমিক লাল সেলাম

৩১ আগস্ট শহিদ স্মরণে কলকাতার সমাবেশে
পুঁজিবাদ উচ্ছেদের আন্দোলন শক্তিশালী করার ডাক

১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন ও ১৯৯০ সালের ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের শহিদ স্মরণে ৩১ আগস্ট কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হল জনসভা। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে সহস্রাধিক মানুষের এই সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নভেন্দু পাল ও গোপাল বিশ্বাস। এ দিন সকালে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে শহিদ মাধাই হালদার স্মরণ বেদিতে মাল্যদান করেন নেতৃবৃন্দ।

এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। প্রথমে দল ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে শহিদ বেদিতে মাল্যদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দলের সঙ্গীত স্কোয়াডের এক সদস্যের কণ্ঠে '৯০ সালে ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে নিহত কিশোর শহিদ মাধাই হালদার স্মরণে রচিত সঙ্গীতের সুর শ্রোতাদের গভীর ভাবে আলোড়িত করে।

কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশ। ৩১ আগস্ট

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কমরেড সুব্রত গৌড়ী। খাদ্য আন্দোলন ও ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলন শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই সমাবেশ।

প্রধান বক্তার ভাষণে কমরেড শঙ্কর ঘোষ প্রথমেই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন ও ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বিপ্লবব্রতী খেটে-খাওয়া দেশবাসীর কাছে ৩১ আগস্ট দিনটি একাধারে শোকের ও সংগ্রামী শপথ গ্রহণের। '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়েই দেখান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হলেও ভারত রাষ্ট্রে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ায় দেশবাসীর সংকটমুক্তি ঘটেনি। তার জন্য চাই পুঁজিবাদ উচ্ছেদকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। চূড়ান্ত বিপ্লবী স্পর্ধায় তিনি দেখান, ঐতিহাসিক ভাবে সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে এ দেশের যথার্থ সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (সি)-র উপর।

কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের কথার সত্যতা প্রমাণ করে স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্যা-সংকটে জর্জরিত দেশের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ আছড়ে পড়তে থাকে রাজপথগুলিতে। পশ্চিমবাংলা ছিল সেই আন্দোলনের পীঠস্থান। এস ইউ সি আই (সি) সর্বশক্তি নিয়ে সামিল হয়েছিল সেইসব আন্দোলনগুলি সংগঠিত করতে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর প্রথমবার বাংলার মানুষ আন্দোলনে নামে ১৯৫২ সালে। রাজ্যে তখন ক্ষমতায় বিধান রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। সরকারি পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর বর্বর আক্রমণ চালায়। এরপর চলতে থাকে একের পর এক আন্দোলন। ১৯৫৩ সালে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলন, যে আন্দোলনে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪-তে হয় শিক্ষক আন্দোলন। এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় দফতর ৪৮ লেনিন সরণি তখন হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। দলের নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ছিলেন সেই আন্দোলনের আহ্বায়ক। প্রবল সরকারি দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে শিক্ষক আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং জয়যুক্ত হয়।

তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বাংলা ও বিহারের সংযুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে ১৯৫৬ সালে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে মানুষ। গড়ে ওঠে বাংলা-বিহার সংযুক্তিবিরোধী আন্দোলন। মার্ক্সবাদের শিক্ষায় এস ইউ সি আই (সি) বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তুলে দেখায়, কেন এই সংযোগ সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী। সরকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

তিনি বলেন, ১৯৫৯ সালের ১৩ জুলাই শুরু হয় ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। দেশে তখন প্রায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। খাদ্যের দাবিতে একের পর এক বিক্ষোভ মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে কলকাতা মহানগরী। ১৬ আগস্ট গ্রেফতার হন এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা নীহার মুখার্জী ও সুবোধ ব্যানার্জী। ২০ আগস্ট ৩০ হাজার ভুখা মানুষ খাদ্যমন্ত্রীর ভবনের দিকে অভিযান চালায়। আসে ঐতিহাসিক ৩১ আগস্ট। খাদ্যের দাবিতে এ দিন লক্ষাধিক মানুষের মিছিল আছড়ে পড়েছিল কলকাতার রাজপথে। এই আন্দোলনেও এস ইউ সি আই (সি) ছিল সামনের সারিতে। রাজ্যের কংগ্রেস সরকার নির্মম আক্রমণ চালায় সেই মিছিলে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে সরকারি হিসাবেই প্রাণ যায় ৮০ জন আন্দোলনকারীর। বেসরকারি হিসাবে নিহত হয়েছিলেন ২১২ জন। নিখোঁজ হন দুশো মানুষ। পুলিশের এই নৃশংস বর্বরতা কংগ্রেস সরকারের 'গণতান্ত্রিক' মুখোশ সম্পূর্ণভাবে খসিয়ে দেয়। প্রকাশ্যে এসে যায় তার ফ্যাসিবাদী চেহারা। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করে এস ইউ সি আই (সি)। দেশে চাল উৎপাদনের কমতি নেই। কিন্তু কংগ্রেস সরকার খাদ্যপণ্যের বাজার সম্পূর্ণ রূপে ব্যবসায়ী-কালোবাজারিদের হাতে তুলে দেওয়ায় মানুষ দু'বেলা খেতে পায়নি। এই অবস্থায় ১৯৬৬ সালে আবার শুরু হয় খাদ্য আন্দোলন। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার আলোয় দেখান যে, চাষিকে ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ন্যায্য মূল্যে ক্রেতাদের হাতে খাদ্যপণ্য তুলে দিতে হলে প্রয়োজন সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি তোলে এস ইউ সি আই (সি)। সম্প্রতি দিল্লি সীমান্তে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনেও সেই দাবির প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

এসপ্ল্যানেডে মাধাই হালদার স্মরণ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ

আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড শঙ্কর ঘোষ দেখান, কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই সময় থেকেই 'কমিউনিস্ট' নামধারী দলগুলির নির্বাচনমুখী মানসিকতাকে চিহ্নিত করে জনসাধারণের সামনে তা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি বামপন্থী দলগুলির সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের বিপ্লবের প্রতি আবেগ, নিষ্ঠা ও আত্মদানের মানসিকতার কথা বিবেচনায় রেখে যুক্ত আন্দোলনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে এস ইউ সি আই (সি)। খাদ্য আন্দোলনের প্রস্তুতিতে ১৯৫১-'৫২ সালে এস ইউ সি আই(সি), আরএসপি, আরসিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি সংযুক্ত ভাবে গড়ে তুলেছিল 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'। অন্য দিকে সিপিআই ও ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড পার্টি দুটি মিলে গড়ে তুলেছিল 'খাদ্য অভিযান কমিটি'। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দুটি কমিটিকে যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে সিপিআই-এর জঘন্য ভূমিকার জন্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতারা এতে রাজি ছিলেন না। কমরেড ঘোষের দিনের পর দিনের একান্ত প্রচেষ্টায় নেতারা শেষপর্যন্ত রাজি হন এবং দুটি কমিটি যুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে।

কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, '৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে বেরিয়ে আসে সিপিআই(এম) এবং '৬৬ থেকে তারা আন্দোলনের রাস্তা ত্যাগ করে পুরোপুরি নির্বাচনমুখী একটি দলে পরিণত হয়। তিনি দেখান, '৬৭ ও '৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের পর '৭৭ সালে সিপিএম-এর নেতৃত্বে এস ইউ সি আই (সি)-কে বাদ দিয়ে তৈরি হল বামফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতায় বসার পর থেকেই বামপন্থা বিসর্জন দিয়ে এই সরকার একের পর এক জনবিরোধী কার্যকলাপ চালাতে শুরু করে। এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে জনস্বার্থ রক্ষায় লড়াই-আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে এস ইউ সি আই (সি)।

১৯৭৯-তেই এস ইউ সি আই (সি)-র আইন অমান্যের উপর নৃশংস লাঠিচার্জ করে সিপিএম সরকারের পুলিশ। ১৯৮০ থেকে লাগাতার চলতে থাকে বাসভাড়া বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন। ১৯৮৩-তে বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর কলকাতা ও পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পুলিশ গুলি চালায়,

ছয়ের পাতায় দেখুন

শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী ভবন উদ্বোধন

একের পাতার পর

নবনির্মিত ভবনের প্রবেশ পথের শুরুতেই ডানদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনের সুসজ্জিত প্রদর্শনী, কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত ২০০ জন শহিদের তালিকা, বাঁদিকে পুকুর ঘেঁষে বুক স্টল। একটু এগোলেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমাজপ্রগতিতে অগ্রগণ্য অসংখ্য মানুষ ও শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত ২৮ ফুট উচ্চতার সাদা-কালো রঙের স্মারক বেদি। মাঝের সাদা স্তম্ভটা যেন দল, আর কালো অংশগুলি যেন চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে দলটাকে রক্ষা করে চলা অসংখ্য মেহনতি মানুষ। তার সামনেই নবনির্মিত মঞ্চ।

অসংখ্য মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তারপর তিনি স্মারক বেদিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ভবনের মঞ্চে রাখা কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তিনি। একে একে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান যথাক্রমে পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু, স্বপন ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণ নস্কর। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

স্মারক বেদিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক

শুরুতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিবেদন পাঠ করেন ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি সুজাতা ব্যানার্জী। এই দুই নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শোষিত মানুষের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে আমৃত্যু যে কঠোর জীবনসংগ্রাম ও উন্নত চরিত্রের সাধনা করে গেছেন তা এই প্রতিবেদনে উঠে আসে। বলা হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা জয়নগরের বুকে ক্লাব-লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। তাতে মনীষী চর্চা-বিতর্ক সভা-খেলাধূলা-যাত্রা-নাটকের আয়োজন হত। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে, যে কোনও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে রুখে দাঁড়ানোর মতো মানুষ গড়ে তোলা। প্রতিবেদনে বেদনাময় চিত্তে স্মরণ করা হয় ইয়াকুব পৈলান, দেবপ্রসাদ সরকার সহ অসংখ্য নেতার মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতি এবং অসংখ্য শহিদের আত্মদানকে, যাঁরা এই ভবন নির্মাণের শুরু থেকেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রতিবেদনে দৃঢ় প্রত্যয়ে বলা হয়— এই ভবন মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের দুই সহযোদ্ধার স্মৃতি বহন করে সমাজ পরিবর্তনের মহতী সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে চিরদিন।

শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর সংগ্রামী ভূমিকা স্মরণে রচিত সঙ্গীত এবং সুবোধ ব্যানার্জীর স্বরচিত গণসঙ্গীত পরিবেশন করে পিসিএআই পরিচালিত সঙ্গীত গোষ্ঠী। শহিদ কিশোর কমরেড মাধাই হালদারের স্মৃতিতে রচিত সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৯০-এর রক্তাক্ত সংগ্রামী ইতিহাসের কথা। এরপর আনুষ্ঠানিক ভাবে ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর হাতে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী স্মারক তুলে দেন বোর্ডের সম্পাদক নন্দ কুণ্ডু। কিশোর বাহিনী কমসোমলের ৩৩ জন স্বেচ্ছাসেবক (১৯৯০-এর ৩১ আগস্ট থেকে ২০২৩-র ৩১ আগস্টের স্মৃতিতে) মহান নেতাদের গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে।

জনসমাগমে উপচে পড়া সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক

ভবনের ফলকের আবরণ উন্মোচন করছেন সাধারণ সম্পাদক

এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য অনুগামী এবং বীর বিপ্লবী সহযোদ্ধা কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর নামাঙ্কিত ভবন উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হচ্ছে, সদ্য অনুষ্ঠিত ৫ আগস্ট বিশাল ব্রিগেড সমাবেশের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা, জনসাধারণের একাগ্র চিত্তে শোনার ব্যাকুল আগ্রহ দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে, দলের প্রতি জনগণের আস্থা আরও বাড়িয়েছে— এর কতটুকু কৃতিত্ব আমাদের প্রাপ্য আর কতটা অবদান কমরেড শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর মতো নেতাদের!

দল গঠনের শুরুতে যখন কমরেড শিবদাস ঘোষ একা লড়াইয়ের সূচনা করেছিলেন, তখন তাঁর কোনও পরিচয় নেই, কোনও নাম নেই, লোকজন নেই, থাকা-খাওয়ার সংস্থান নেই, সেদিন যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কমরেড নীহার মুখার্জী সহ কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড হীরেন সরকার। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দল গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আলিপুর জেলে থাকাকালীন কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে কমরেড শচীন ব্যানার্জীর পরিচয়। শিবদাস ঘোষ অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন, শচীন ব্যানার্জী যুগান্তর দলে যুক্ত ছিলেন। জেলেই কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গভীর উপলব্ধি থেকে বুঝতে পারেন, এ দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি নেই। তিনি নতুন দল গড়ার আহ্বান করেন। এ বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের দৃঢ় প্রত্যয়, তাঁর বক্তব্যের প্রভাব কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জীদের আকৃষ্ট করে। একদিকে তাঁর বক্তব্যের শক্তি, দৃঢ়তা, তেমনই যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদেরও সত্যের প্রতি বিশ্বাস, তাঁরা যেভাবে জীবন-মরণ পণ করে সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তা অত্যন্ত দুর্লভ, দৃষ্টান্তমূলক ও প্রশংসনীয়। ১৯৪৬ সালে শচীন ব্যানার্জী প্রথম সুবোধ ব্যানার্জীকে নিয়ে যান কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে। সুবোধ ব্যানার্জী তখন সেবামূলক কাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর সুবোধ ব্যানার্জী সঠিক দিশা খুঁজে পান। স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে দল গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, তখন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা দুর্গম, নদীবেষ্টিত ও বিপদসঙ্কুল। জঙ্গলে বাঘ, নদীতে কুমির— কমরেড শচীন ব্যানার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে একটার পর একটা গ্রামে গরিব চাষি-খেতমজুর-ভাগচাষিদের কাছে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান নিয়ে গেছেন। তিনি দরিদ্র, শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষদের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করলেন। সাথে সামিল হলেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীও। দক্ষ সংগঠক শচীন ব্যানার্জীর অসমসাহসী ভূমিকা আর সুবক্তা সুবোধ ব্যানার্জীর লড়াইয়ের উদাত্ত আহ্বান চাষি-মজুরদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শচীন ব্যানার্জীর জহুরির মতো চোখ ছিল, মানুষ চিনতে পারতেন। অল্প কথার মধ্যেই তাঁর মূল্যবান আহ্বান অন্যের বিবেককে স্পর্শ করত, প্রাণসঞ্চার করত। এই জেলায়— ইয়াকুব পৈলান, কমরেড আমির আলি হালদার, রেণুপদ হালদার, রবীন মণ্ডল, নলিনী প্রামাণিক সহ যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং পরবর্তী স্তরের অনেক নেতা ও সংগঠককেকমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ এবং শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সামিল করেছিলেন কমরেড শচীন ব্যানার্জী। এক দিকে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মর্মস্পর্শী আবেদন, অন্য দিকে কমরেড শচীন ব্যানার্জীর একটি একটি করে কর্মী-সংগঠক গড়ে তোলা, তাঁদের দলের দায়িত্ব দেওয়া। আর এর সাথে যুক্ত হল বিভিন্ন এলাকায় কমরেড শিবদাস ঘোষের অসংখ্য রাজনৈতিক ক্লাস। বহু শিক্ষিত যুবক সেই সময় দলে যুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্বে লড়াই করে ভাগচাষিদের দাবি আদায় হয়, বহু জমি উদ্ধার হয়, গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ হয়। এর ভিত্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে।

কমরেড শচীন ব্যানার্জী এতটাই দক্ষ সংগঠক ছিলেন যে বিভিন্ন রাজ্যেও তিনি দক্ষতার সাথে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালীন বিহারের সিন্দ্রিতে কমরেড প্রীতীশ চন্দকে নিয়ে শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। মালিক পক্ষের দালালরা কমরেড শচীন ব্যানার্জী এবং কমরেড প্রীতীশ চন্দের উপর জঘন্যতম আক্রমণ চালায় ও জখম করে। তা সত্ত্বেও তাঁরা কাজ চালিয়ে যান। ওই কারখানাতেই তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত করেন পুরুলিয়ার কমরেড সাধুচরণ ব্যানার্জীকে। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরুলিয়ার চলে আসেন, আড়শা, বাঘমুণ্ডিতে প্রথম দল গড়ে তোলেন। ওই কারখানা থেকে কমরেড গগন পট্টনায়ককে অনুপ্রাণিত করে কমরেড শচীন ব্যানার্জী তাঁকে নিয়ে ওড়িশার কটকে যান এবং সেখানে প্রথম পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে তাঁকে নিয়ে ওড়িশার সুকিন্দাগড়ে বনাঞ্চল ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং খনি শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি।

১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে ঘোড়সওয়ার পুলিশের ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে কমরেড শচীন ব্যানার্জীর পাঁজর ভেঙে যায়। পরে ফুসফুস আক্রান্ত হলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। জয়নগরে শহরে তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে একটানা ২৩ বছর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। পরে অসুস্থ হলে ঘাটশিলায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে পাঠানো হলেও ফুসফুস অকেজো হওয়ায় শরীর ভেঙে পড়ে। ১৯৮৫ সালের ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণসভায় আসতে চাইলে কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁকে ওই শরীরে আসতে বারণ করেন। কিন্তু তিনি জানান, যাঁর শিক্ষায় সবকিছু ছেড়ে এলাম, সারা জীবন লড়াই করলাম, তাঁর স্মরণসভায় যাব না! আর যদি আসতে না পারি? আমাকে নিষেধ করবেন না। ৫ আগস্ট ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও কলকাতার সমাবেশে তিনি যোগ দেন। এরপরই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, পরে হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা যান। এই সব কথা স্মরণে এলে মনে হয় এই দল বিকাশের ক্ষেত্রে, বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের অবদান কতটুকু আর তাঁদের কতটা!

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ১৯৫০ সালে যখন আমি দলে আসি, তখন দলে অর্থসঙ্কট তীব্র। সুবোধ ব্যানার্জী কলকাতায় একটা মেসে থেকে টিউশন করতেন। মেস চালানোর জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকিটা দলকে সাহায্য করতেন। সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৫২ সালে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। মহান লেনিনের শিক্ষা, শোষণের অবসান, মেহনতি মানুষের মুক্তি একমাত্র সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ বিপ্লবের দ্বারাই সম্ভব। ভোটের দ্বারা বুর্জোয়ারা ঠিক করে, কোন দল তাদের হয়ে কাজ করবে। জনগণের মধ্যে যেহেতু ভোট সম্পর্কে মোহ আছে, তাই বিপ্লবীরা ভোটে যায় এটা প্রমাণ করার জন্য যে পার্লামেন্টে, বিধানসভায় সমস্যার সমাধান হবে না, বিপ্লবের পথই একমাত্র রাস্তা। এই আদর্শকে সামনে রেখে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় তিনি

সাতের পাতার দেখুন

দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি আশাকর্মীদের

আশাকর্মীরা প্রসূতি মা ও শিশুর পরিষেবা দেওয়ার সাথে করোনার নানা ধরনের ডিউটি, খেলা, মেলা, ভোট, আবাস যোজনা, দুয়ারে সরকার এবং যে কোনও সার্ভের কাজ দ্রুত তুলে দেওয়া প্রভৃতি অসংখ্য কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করে যাচ্ছেন। অথচ সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না। ভাগে ভাগে টাকা, তার হিসেব ঠিকমতো না পাওয়া, মোবাইল নেই, রিচার্জের টাকা ঠিকমতো দেওয়া হয় না। করোনা কালে সরকারের ঘোষিত ১৫ হাজার টাকা, করোনা পরিষেবা দেওয়ার জন্য সমস্ত ধরনের বরাদ্দ টাকা, করোনা আক্রান্ত হলে ঘোষিত এক লক্ষ টাকা, বিভিন্ন আইটেমের টাকা কিছু না কিছু বাকি থেকেই চলেছে। এমনকি একটা ইউনিফর্ম পর্যন্ত দু'বছর যাবত দেওয়া হয়নি। না পাওয়ার তালিকা এত দীর্ঘ যে এতে খুব স্বাভাবিকভাবে কর্মীদের মধ্যে চূড়ান্ত হতাশা এবং ক্ষোভ জমা হচ্ছে। এইসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সারা বাংলা আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি সাব সেন্টারে এএনএম-এর কাছে, প্রতিটি ব্লকে বিএমওএইচ এবং জেলায় সিএমওএইচ-এর কাছে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডেপুটেশনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে ৬ অক্টোবর আশাকর্মীরা কলকাতায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

কর্মসূচিগুলি সফল করতে ১ সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের আশাকর্মীদের উদ্যোগে একটি সভা হয় (ছবি)। সভাপতিত্ব করেন ব্লকের সম্পাদিকা সুমতি নস্কর। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য শাহানা সুলতানা ও মধুমিতা মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা। পরের দিন ২ সেপ্টেম্বর একই উদ্দেশ্যে পাঁচলা ব্লকের আশা কর্মীদের নিয়ে সভা হয়।

তমলুকে নিকাশি খাল সংস্কারের দাবি আদায়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির দাবি মেনে সেচ দপ্তরের তমলুক ডিভিশন সম্প্রতি এলাকার ১১টি নিকাশি খালে জমে থাকা কচুরিপানা সহ জঞ্জাল পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে গুরুত্বপূর্ণ খালগুলি পরিষ্কার করা হবে সেগুলি হল, সোয়াদিঘি, দেহাটি, টোপা, টোপা ড্রেনেজ, খড়িচক, মুড়াইল, জয়গোপাল, শঙ্করআড়া, কামিনা প্রভৃতি।

দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি খালগুলি সংস্কার না হওয়ায় খালগুলিতে কচুরিপানা সহ নানা ধরনের আবর্জনা জমে জলনিকাশি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় বর্ষার আগেই নিকাশি খালগুলিতে জমে থাকা কচুরিপানা সহ জঞ্জাল-আবর্জনা পরিষ্কারের দাবিতে জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরের একজিকিউটিভ ও সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং জেলাশাসককে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

৩১ আগস্ট শহিদ স্মরণে কলকাতায় সমাবেশ

চারের পাতার পর

কলকাতায় একজন ও পুরুলিয়ায় দু'জন নিহত হন। এরই ধারাবাহিকতায় আসে ১৯৯০-এর ৩১ আগস্ট। কমরেড শঙ্কর ঘোষ সেই ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ওই দিন এস ইউ সি আই (সি) সহ ১৩ পার্টির জোটের ডাকে কলকাতায় এক বিশাল আইন-অমান্য হয়। রাজ্যে শাসনক্ষমতায় তখন সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট সরকার। পুলিশ নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে আনে শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র আইন-অমান্যকারীদের উপর। লাঠি, টিয়ার গ্যাসের পর মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায় তারা। গুলিবিদ্ধ হন ৩২ জন। শহিদের মৃত্যু বরণ করেন এস ইউ সি আই (সি)-র কিশোর কর্মী মাধাই হালদার। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ প্রসঙ্গে চরম নির্লজ্জের মতো মন্তব্য করেন, 'নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করা হল'।

এখানেই শেষ নয়, জনস্বার্থবাহী গণআন্দোলন ভাঙতে বছরের পর বছর ধরে এস ইউ সি আই (সি)-র উপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে গেছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেই ওদের আক্রমণে দলের বহু নেতা-কর্মী শহিদ হয়েছেন। কমরেড শঙ্কর ঘোষ দেখান, নির্লজ্জ ভোটসর্বস্বতার নীতি নিয়ে চলতে চলতে সিপিএম আজ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মানুষকে প্রতারণা করতে ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবস পালন করতে গিয়ে এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কথাও নেতাদের মুখে শোনা যায়নি। আজ বামপন্থার পথ থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটে পরিণত হয়েছে সিপিএম দলটি।

তিনি বলেন, মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজেকে রক্ষা করতে আজ ফ্যাসিবাদী রূপ নিয়েছে। ভারতের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বর্তমানে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকার। এ দেশে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল কংগ্রেস। বিজেপি এখন তার ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে আরও সংহত করছে ফ্যাসিবাদকে। ফিরিয়ে আনতে চাইছে অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাকে। ধূর্ত কৌশলে তারা রাষ্ট্র ও দেশকে সমার্থক করে দেখাতে চাইছে, যাতে শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদের লড়াইকে দেশদ্রোহ বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চরম দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। তারাও প্রতিবাদ-আন্দোলন দমনে অতি তৎপর।

কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যত পচন ধরছে, জনজীবন ততই সংকটগ্রস্ত হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি সর্বব্যাপক হচ্ছে, নারী সুরক্ষা তলানিতে। নেতারা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু সমাজ জুড়ে অন্ধকার যত গভীর হচ্ছে, আলো ফোটার সম্ভাবনা তত শক্তিশালী হচ্ছে। সংকটে জর্জরিত মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে, লড়াইয়ে নামার তাগিদ অনুভব করছে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অনুসরণ করে মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে তাদের সংগঠিত করে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি)। এই পথে হেঁটেই পৌঁছতে হবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহাসড়কে। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ৩১ আগস্ট দেশের শোষিত নিপীড়িত মেহনতি মানুষকে সেই সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়।

ভারতে ৭৪ শতাংশ মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার জোগাড়ের সামর্থ্য নেই

গত জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি' সংক্রান্ত ২০২৩ সালের রিপোর্ট। ফাও (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন) এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে। ফাও এবং ইউনাইটেড নেশনস এজেন্সি যৌথভাবে এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ জনগণ তাঁদের নিম্ন আয়ের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য জোগাড় করতে পারেন না।

এই রিপোর্ট কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যে রাজ্যে নানা রঙের সরকারের উন্নয়নের ফোলানো-ফাঁপানো প্রচারে এক সজোরে থাপ্পড়। এই ধরনের রিপোর্ট সাধারণত শাসকদলগুলি চিল-চিৎকারে অগ্রাহ্য করে থাকে। কিন্তু তথ্যকে তো উপেক্ষা করার উপায় নেই। মুম্বই থেকে সংগৃহীত এই তথ্যে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যের দাম গত পাঁচ বছরে, অর্থাৎ মোদি-শাসনে বেড়েছে ৬৫ শতাংশ। এই সময়ে শ্রমিকদের বেতন কী হারে বেড়েছে? শ্রমিকদের বেতন বহু ক্ষেত্রে কমেছে, কিছু ক্ষেত্রে একই রয়েছে। যে সামান্য অংশের বেড়েছে, সেই বৃদ্ধির পরিমাণ ২৮ থেকে ৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ মজুরি যতটুকু বেড়েছেও, সেটা খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অর্ধেক।

এদিকে খাদ্যপণ্যের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের দাম তো অগ্নিমূল্য। এই অবস্থায় নিম্ন আয়ের মানুষরা কী করে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কিনবে? এ সব বিষয় নিয়ে বিজেপির এনডিএ জোট বা বিরোধী ইন্ডিয়া জোট— কোনও জোটেরই কোনও বক্তব্য নেই। তারা ব্যস্ত স্রেফ ভোটের হিসাব নিকাশে। মিডিয়ার দৌলতে সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধুই ভোটে কে জিতবে কে হারবে, তার আলোচনা। মানুষ মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হচ্ছে, রোজগারের অর্ধেকই চলে যাচ্ছে খাদ্যের পিছনে। শিক্ষা, চিকিৎসা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে বরাদ্দ কমাতে বাধ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

এটাই কি স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসবের প্রাপ্তি? এর নামই কি দেশের উন্নয়ন? দেশের অগ্রগতি? ৭৪ শতাংশ মানুষের এই দুঃসহ অবস্থার পাশাপাশি আর একটি চিত্রও আছে। তা হল, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে ভারত জায়গা করে নিয়েছে। এই যে অগ্রগতি তার সাথে দেশের আলোচ্য ৭৪ শতাংশ মানুষের সম্পর্ক কী? দেশ অবশ্যই এগোচ্ছে, যদি দেশ বলতে শুধু আদানি-আম্বানি-টাটা-বিড়লা প্রভৃতি একচেটে পুঁজিপতিদের বোঝায়। যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পরিচালনা করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি, তাতে এই বৈষম্য অনিবার্য। এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও উপায়ই এই অর্থব্যবস্থায় নেই।

এই ধরনের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে পুঁজিবাদী শাসকরা নানা দান-খয়রাতির স্কিমও কার্যকর করছে। মানুষের ক্ষোভ কমাতে, খাদ্য নিরাপত্তা আইনও রচিত হয়েছে। তার কিছু প্রয়োগও হয়তো হচ্ছে। ভারতের সংবিধানও বাঁচার অধিকার ঘোষণা করেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অর্থনীতিটা যেহেতু পুঁজিবাদী, ফলে এই ব্যবস্থায় এই বৈষম্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার না পেলে অপুষ্টি দেখা দেবে। অপুষ্টির পথ ধরেই আসবে নিঃশব্দ ঘাতক মৃত্যু। পুঁজিবাদ মানুষকে আজ সেই মৃত্যুর দিকেই ঠেলছে। ফাও রিপোর্ট তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

(তথ্যসূত্র ঃ দি হিন্দু—৩১.০৮.২০২৩)

স্বরূপনগরে কৃষক বিক্ষোভ

পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি ২০০০ টাকা করার দাবিতে ৩০ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণায় স্বরূপনগর ব্লকের গোপালপুর বাজারে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস)-এর উদ্যোগে কৃষকদের বিক্ষোভ মিছিল। নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের ব্লক সম্পাদক, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ছোট্টু মির্জা এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কামাল সরদার।

শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী ভবন উদ্বোধন

পাঁচের পাতার পর

দেখালেন, বিধানসভার ভেতরেও শোষিত জনগণের-শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি-বিপ্লবী দলের প্রতিনিধি হিসাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হয়। প্রতিদিন বিধানসভায় যাওয়ার আগে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে আলোচনা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত নিতেন। তার ভিত্তিতে বিধানসভায় তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি সহ বক্তব্য গোটা পশ্চিমবঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করে। জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তায় এস ইউ সি আই (সি) জয়নগরের পার্টি থেকে ৬০-এর দশকে সুবোধ ব্যানার্জীর পার্টি হিসেবে মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছিল। আর সুবোধ ব্যানার্জীকে বোঝাতে হত, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের পার্টি। আমার এই ক্ষমতা-যোগ্যতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্য, আমি তাঁর ছাত্র।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট এবং ১৯৬৯-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টে মন্ত্রী হয়েছিলেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পার্টি কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলেন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে— সরকারি অর্থ গরিব মানুষের জন্য ব্যয় করতে হবে, ঘুষ বন্ধ করতে হবে, শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে, কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ চলবে না। বাকি শর্তগুলি যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকরা সমর্থন করলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাত দিয়ে শেষ শর্তটিতে প্রবল আপত্তি করল। মন্ত্রী হয়েই সুবোধ ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন, ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না। এই আশ্বাস পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-গণআন্দোলন ফেটে পড়ল। ভারতে তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। টাটা-বিড়লা সহ অন্যান্য পুঁজিপতি গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

অন্য দিকে দেশের নানা প্রান্তে সুবোধ ব্যানার্জীকে শ্রমিকরা ডাকছে, তাঁর বক্তব্য শুনতে চাইছে। টাটা-বিড়লার চাপে জ্যোতি বসু ও অজয় মুখার্জীর মধ্যে গোপন বৈঠক হয়। তাতে সুবোধ ব্যানার্জীকে সরানোর কথা হয়। সেই সময় সুবোধ ব্যানার্জীর লিউকোমিয়া ধরা পড়ে। পরে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভয় পেয়ে আমাদের শ্রম দপ্তর না দিয়ে পূর্ত দপ্তর দিল। দলের নীতিটি যাতে বহাল থাকে সে জন্য পূর্তদপ্তরই আমরা মেনে নিই এবং সেই দপ্তরও তিনি দলের নীতি বহাল রেখে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তিনি হাইকোর্টের পাশে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তি তৈরি করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড তাপস দত্ত। শহিদ মিনারের নামকরণ, বিনয়-বাদল-দীনেশের মূর্তি স্থাপন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি ও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপকার মহান লেনিনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানী ভবনের নামকরণ ও লেনিনের নামে রাস্তার নামকরণও করেন তিনি। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী যখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় তখনও 'কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটির ইংরেজি অনুবাদ করছেন। তাঁর মৃত্যুতে সেটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উল্লেখ্য, তিনি যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায় তখন এক কারখানার মালিক কমরেড ব্যানার্জীকে ওষুধ কিনে দিতে চান, কিন্তু সুবোধবাবু তা প্রত্যাখান করেন এবং বলেন, আমি সারা জীবন মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ফলে তাদের দেওয়া অর্থে কেনা ওষুধ আমি গ্রহণ করতে পারব না।

তাঁর লেখার দক্ষতা ছিল, গণদাবীর সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন। দলের তৎকালীন ইংরেজি মুখপত্র সোসালিস্ট ইউনিটির সম্পাদক ছিলেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আর্থিক সংকট চূড়ান্ত, শোষণে জর্জরিত মানুষ, অন্যদিকে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে পুঁজিবাদ। মুনাফার স্বার্থে পরিবেশ ধ্বংস করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক দলগুলি মানুষের জীবনে সর্বাত্মক সংকট নিয়ে আসছে। তিনি বলেন, নির্বাচনে নানা রঙিন প্রতিশ্রুতি, দেদার টাকার স্রোত বইলেও মানুষের সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল সকলেই ভোটসর্বস্ব দল, ভোটের স্বার্থে করতে পারে না এমন কাজ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে হলে, তাদের কাজের অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করতে হলে গরিবের দলকে চিনতে হবে। এর জন্য রাজনীতি সচেতন হতে হবে। বিপ্লবী রাজনীতিকে বুঝে তাকে শক্তিশালী করতে হবে। কমরেড প্রভাস ঘোষ উপস্থিত যুবকদের কাছে আবেদন জানান, তারা যেন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর মতো তেজ নিয়ে, সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন। আর প্রবীণদের আহ্বান জানান, তারা যেন ঘরের সন্তানদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এগিয়ে দেন। শেষে কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের কিছু অংশ রেকর্ড থেকে শোনানো হয়। যখন সভাস্থল ছেড়ে যাচ্ছেন সকলের কানে তখন বাজছে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদাত্ত আহ্বান— বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। শত আঘাতেও, অত্যন্ত শোকের মধ্যেও বিপ্লবীর দায়িত্ববোধ ভুলে গেলে চলে না।

চা-বাগিচা আন্দোলনের নেতা শহিদ কমরেড তন্ময় মুখার্জী স্মরণে সভা

২৮ আগস্ট ছিল দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য এবং চা-বাগিচা আন্দোলনের নেতা কমরেড তন্ময় মুখার্জীর ২৪তম শহিদ দিবস। ২০০০ সালের এই দিনে ফুলবাড়ি ছোবাভিটা চা-বাগানের শ্রমিকদের সংগঠিত করতে গিয়ে মালিকের ভাড়াটে খুনিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন কমরেড তন্ময়।

শহিদ দিবস উপলক্ষে এ দিন শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে তাঁর নামাঙ্কিত শহিদ বেদি প্রাঙ্গণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস তন্ময় দত্ত, মানী রায়, জয় লোধ, আবুল কাশেম, বিনয় সূত্রধর প্রমুখ।

পশ্চিম বর্ধমানে রাজনৈতিক ক্লাস

পশ্চিম বর্ধমানে এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড বিশ্বপ্রকাশ গোস্বামীর ৪৩ তম প্রয়াণ দিবস ছিল ২৪ আগস্ট। এই উপলক্ষে ২৭ আগস্ট লাউদোহা ব্লকের ইছাপুর পঞ্চায়েত হলে আয়োজিত হয়েছিল জেলার রাজনৈতিক ক্লাস। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়' বইটি থেকে ক্লাসে উপস্থিত দুই শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

ছাত্র শহিদ দিবস পালন এআইডিএসও-র

ছাত্রশহিদ দিবসে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে মিছিল

১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের ছাত্র শহিদ দিবস উপলক্ষে এআইডিএসও-র উদ্যোগে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের সমস্ত জেলাতে ছাত্র সমাবেশ এবং ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল হয়।

কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শহিদ বেদি সহ ছাত্র আন্দোলনের সমস্ত শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত বেদিতে মাল্যদান করা হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই কলকাতার বিশাল সমাবেশ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ইউনিটগুলোর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার পরে রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, জেলা সম্পাদক কমরেড মিজানুর রহমান এবং জেলা কোষাধ্যক্ষ কমরেড গৌরাঙ্গ খাটুয়া বক্তব্য রাখেন। শিক্ষাক্ষেত্র ও ছাত্রদের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আক্রমণের প্রতিবাদে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

সমাবেশ শেষে হলদিবাড়ি কলেজে এআইডিএসও কর্মীদের উপর টিএমসিপি-র বর্বর হামলার প্রতিবাদে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রহত্যার দ্রুত তদন্ত, হোস্টেল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে র‍্যাগিংমুক্ত করার দাবিতে কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত ছাত্রমিছিল হয়।

কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট থেকে ছাত্র মিছিল

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

মজুরি সহ প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকরা আন্দোলনে

পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে নির্মীয়মাণ ২.০ এমটিপিএ ক্ষমতাসম্পন্ন কোল ওয়াশারিতে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। নির্মীয়মাণ কারখানাটি ভারত সরকার অধিগৃহীত বিসিসিএলের একটি প্রজেক্ট।

অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত মজুরি দৈনিক ৪৯৪ টাকা। কিন্তু তাদের দেওয়া হয় মাত্র ২৬৫ টাকা। প্রাপ্য বোনাস অনেক কমিয়ে শ্রমিকদের হাতে দেওয়া হয় মাত্র ২৫০০ টাকা। পিএফ ও ইএসআই-এর বালাই নেই। বাড়তি কাজের জন্য কোনও ওভারটাইম মজুরি নেই। নেই কাজের কোনও নিরাপত্তা। মুখের কথায় ছাঁটাই এখানে নিত্য ঘটনা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষ শ্রম আইনগুলি দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে। এখানকার মুখ্য নিয়োগকর্তা বিসিসিএল কর্তৃক নিযুক্ত মূল ঠিকাদার জিজি কন্সট্রাকশনের অধীনে কর্মরত ঠিকাদাররা এলাকার সিপিএম ও তৃণমূলের মদতপুষ্ট। স্থানীয় ঠিকাদাররা বিসিসিএল ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে ঠিকা শ্রমিকদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কারখানার ঠিকা শ্রমিকদের একমাত্র অনুমোদিত সংগঠন এআইইউটিইউসি গত পাঁচ বছর ধরে শ্রমিকস্বার্থে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উত্থাপিত শ্রমিকদের দাবিগুলি বর্তমানে আসানসোলে কেন্দ্রীয় লেবার কমিশনারের অধীনে বিবেচনাধীন। দীর্ঘদিন ধরে লেবার কমিশনার আহূত বৈঠকগুলিতে বিসিসিএল কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদাররা অনুপস্থিত থাকায় কিছুতেই দাবিগুলির মীমাংসা হচ্ছে না।

এই অবস্থায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের আইনমাফিক মজুরি ও বোনাসের দাবিতে স্বাক্ষরিত দাবিপত্র শ্রমদপ্তরে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিকদের সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে চাপ সৃষ্টি করে ঠিকাদার। হুমকি দেয়— সই না করলে ছাঁটাই করা হবে। কিছু শ্রমিকের স্বাক্ষরিত কাগজ ঠিকাদার শ্রমদপ্তরে জমা দেয়। কিন্তু ইউনিয়নের নির্দেশে সিংহভাগ শ্রমিক স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। এই পরিস্থিতিতে জি জি কন্সট্রাকশনের ঠিকাদার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকাশ মাহাতো সহ পাঁচজনকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ছাঁটাই করে। ইউনিয়ন ও শ্রমদফতরের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা হয়নি। পাশাপাশি কারখানায় চলতে থাকে সাদা কাগজে সই করার হুমকি। এই অন্যায় জুলুমে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

সাঁওতালডি কোল ওয়াশারি

ঠিকাদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সংগঠিত করে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও এসপি-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয় ২৫ আগস্ট। কিন্তু সরকারি কর্তারা কোনও পদক্ষেপ নেননি। এই পরিস্থিতিতে ২৯ আগস্ট ছাঁটাই শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজন সহ এলাকার সাধারণ মানুষ ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে স্থানীয় কামারগোড়া গ্রামে রাস্তা অবরোধ করেন। অবরোধে ঠিকাদারের গাড়ি আটকে যায়। ঠিকাদার অবরোধকারীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

এরপর তিনি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করে। তার ভিত্তিতে পুলিশ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকাশ মাহাতো সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে। যদিও আকাশ মাহাতো ওই দিন ঘটনাস্থলে ছিলেন না। ৩০ আগস্ট রাতে পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। শ্রমিকদের বাড়িতে না পেয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক পুলিশি তাণ্ডব। এলাকার মানুষ প্রশাসন ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু শত অত্যাচারেও শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে পারেনি ঠিকাদার-পুলিশ চক্র। ইউনিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে ঠিকাদারের হুমকি উপেক্ষা করে শ্রমিকরা সাদা কাগজে স্বাক্ষর না করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্য নিয়োগকর্তা বিসিসিএল কর্তৃপক্ষ, ঠিকাদার, প্রশাসন এবং সিপিএম ও তৃণমূলের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চলবে। প্রাপ্য বেতন না দেওয়া এবং ন্যায্য আন্দোলনের উপর অন্যায় আক্রমণ— মালিকের এই জুলুমবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন বলে স্থির করেছেন শ্রমিকরা।

পুরুলিয়া জেলাকে খরাপীড়িত ঘোষণার দাবি

পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ চাষের এলাকাই ক্ষতিগ্রস্ত। যেসব অঞ্চলে ধান রোপণ করা গেছে, অসময়ের বৃষ্টিতে সেখানেও ঠিকমতো ফসল না হওয়ার আশঙ্কা। চাষি ফসলের দাম পাচ্ছে না, এদিকে কৃষি-উপকরণের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিপুল সংখ্যক চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। দিশেহারা কৃষকরা সন্তানদের পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে পুরুলিয়া জেলাকে খরাপীড়িত ঘোষণা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিঘা প্রতি ১২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, গরিব মানুষদের সারা বছর কাজ, এমআরপি রেটে সার সহ অন্যান্য দাবিতে এআইকেকেএমএস-এর পুরুলিয়া জেলা কমিটির ডাকে ১ সেপ্টেম্বর জুবিলি পার্ক থেকে শুরু হয়ে একটি মিছিল জেলাশাসক দফতরে পৌঁছে সেখানে বিক্ষোভ দেখায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রঙ্গলাল কুমার, সীতারাম মাহাতো এবং জেলা সম্পাদক সোমনাথ কৈবর্ত।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কলকাতা অভিযানের ডাক

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আশ্চর্যজনক নীরবতার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে বর্ষার পূর্বে শিলাবতী নদী এলাকায় খননকার্য শুরুর দাবিতে ১২ অক্টোবর কলকাতা অভিযানের ডাক দিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি।

এই উপলক্ষে ২ সেপ্টেম্বর ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেডে কমিটির আহ্বানে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি, অফিস সম্পাদক কানাই লাল পাখিরা প্রমুখ। তাঁরা বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই প্ল্যান রূপায়ণে অর্থ বরাদ্দ না করার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে বর্ষার পূর্বে শিলাবতী এলাকায় কাজ শুরুর দাবিতে আগামী ১২ অক্টোবর কলকাতা অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ওই দিন দুই জেলার বন্যা ও জলযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে গণডেপুটেশন দেবেন। তাঁরা এই কর্মসূচিতে সর্বস্তরের ভুক্তভোগী মানুষকে যোগদান করার আহ্বান জানান।

হলদিবাড়িতে টিএমসিপি-র হামলার প্রতিবাদ

এআইডিএসও-র শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে ৩১ আগস্ট কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে কলেজ ইউনিটের সম্পাদক মুক্তা রায় সহ সংগঠনের চার কর্মীর উপর টিএমসিপি-র বহিরাগত দুষ্কৃতীরা আক্রমণ চালায়। তিন জন এআইডিএসও কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জেলার এবিএন শীল কলেজের সামনে ১ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও ইউনিটের পক্ষ থেকে ছাত্র শহিদ দিবস উপলক্ষে নির্মিত শহিদ বেদি ভেঙে দেয় টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা। এর বিরুদ্ধেএআইডিএসও-র জেলা কমিটির ডাকে ২ সেপ্টেম্বর জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। হলদিবাড়ি শহরে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আসিফ আলম, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কপিল বর্মন, জেলা কমিটির সদস্য সুজয় বর্মন, প্রদীপ রায় সহ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। দাবি ওঠে, অবিলম্বে টিএমসিপি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে কলেজগুলিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানোর জন্য প্রশাসনকে ব্যাবস্থা নিতে হবে। কলেজে কলেজে টিএমসিপি-র সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধকরতে হবে।

রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক ঃ এআইডিএসও

রাজ্যের উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য হিসেবে রাজ্যপালের নিজেকে মনোনীত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধিকার হরণ করে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করার নিকৃষ্ট প্রয়াস ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর নবতম সংযোজন উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য হিসেবে রাজ্যপালের নিজেকে মনোনীত করার ঘটনা।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করার অগণতান্ত্রিক কাজ করতে দেখা গেছে। এ শুধু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দম্ভের দ্বন্দ্ব নয়, এ হল শিক্ষার উপর শাসকদের ফ্যাসিবাদীসুলভ আক্রমণের সুচতুর কৌশল।

তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুরক্ষিত রাখতে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি এবং উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানাচ্ছে এআইডিএসও। পাশাপাশি রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রেমী ও শিক্ষাপ্রেমী নাগরিকদের কাছে শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com